জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি-২০১৯

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

গৌরবের বিজয় দিবস

তারিখঃ ০১ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

আজ ১৬ ডিসেম্বর, আমাদের গৌরবের মহান বিজয় দিবস। তীব্র শোষণের কুহেলী জাল ভেদ করে একাত্তরের এই দিনটিতে প্রভাতী সূর্যের আলোয় ঝিকমিকিয়ে উঠেছিল বাংলার শিশিরভেজা মাটি, অবসান হয়েছিল পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর সাড়ে তেইশ বছরের নির্বিচার শোষণ, বঞ্চনা আর নির্যাতনের কালো অধ্যায়। ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) ৪৪ বছর আগের এদিনে বর্বর পাকিস্তানী বাহিনী হাতের অস্ত্র ফেলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল বিজয়ী বীর বাঙালির সামনে। স্বাক্ষর করেছিল পরাজয়ের সনদে। পৃথিবীর মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটেছিল স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের। পূর্বাচলে আজ উদিত যে সূর্য, প্রতিদিনের হয়েও সে প্রতিদিনের নয়; তার রক্তিমতায় তিরিশ লাখ শহীদের রক্ত। আকাশ যে কোমলতায় আজ উদ্ভাসিত একাত্তরের সম্ভ্রমহারা দুই লাখ মা-বোনের ক্রন্দনাশ্রু ধোঁয়া সে উদ্ভাস। ঝড়ের ভেতরে বিকশিত অটল বৃক্ষের জীবন্ত প্রতীক স্বাধীনতা নামের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আজও প্রচন্ড ঝাঁকি দেয় রক্তে, শাণিত করে চেতনা। বিজয়ের এই দিনে আমরা পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী জাতীয় চার নেতা শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম, শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ, শহীদ ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী, শহীদ এ.এইচ.এম কামরুজ্জামানসহ ত্রিশ লক্ষ শহীদ ও দুই লক্ষ সম্ভ্রম হারানো মা-বোনদের। হাজার বছরের পরাধীন জাতিকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু প্রস্তুত করেছেন স্বতন্ত্র জাতিসত্তার জন্য, একটি মুক্তিযুদ্ধের জন্য, একটি স্বাধীন ভূখন্ডের জন্য। জাতির জনকের স্বপ্ন ছিল ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত, শোষণমুক্ত, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত একটি সুখী-সমৃদ্ধ, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর এবং ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের। আজ আমরা পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি মুক্তিযোদ্ধাসহ তাঁদেরকে যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা জুগিয়েছিলেন।

পাক হানাদার বাহিনীর দোসর রাজাকার, আল্-বদর, আল্-শামস্‌সহ কতিপয় প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীরা সেদিন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে হাত মিলিয়ে নির্বিচারে হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ করে মুক্তিকামী বাঙালির উপর ঘৃণ্য নির্যাতন চালিয়েছিল। ইতিমধ্যে আল্-বদর বাহিনীর কুখ্যাত নেতা মুজাহিদ, কসাই কাদের মোল্লাসহ কয়েকজন মানবতাবিরোধীর ফাঁসি কার্যকর হয়েছে। জাতি আজ কিছুটা হলেও কলঙ্কমুক্ত হয়েছে এবং শহীদদের রক্তের ঋণ খানিকটা শোধ হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সমস্ত মানবতাবিরোধী অপরাধীর বিচার সম্পন্ন করার মাধ্যমে দেশকে কলঙ্কমুক্ত করবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। সরকার অতি সম্প্রতি স্বাধীনতা বিরোধী ১০ হাজার ৭৮৯ জন রাজাকারের তালিকা প্রকাশ করেছে। এ সকল রাজাকারদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এটা আমাদের প্রত্যাশা।

বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে দেশ এক অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে উন্নয়নের দিকে এবং আমরা মধ্যম আয়ের দেশ হতে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হতে যাচ্ছি। আসুন আমরা এই পবিত্র দিনে শপথ নেই, গণতন্ত্রের মানসকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের রোডম্যাপ ভিশন-২০২১ এবং ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে দলমত নির্বিশেষে সকলে ঐক্যবদ্ধ হই।

প্রফেসর ড. মোঃ আবু হাদী নূর আলী খান
সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত)

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
সাধারণ সম্পাদক